বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

যোগ্যতা এসএসসি, কর্মকর্তা প্রথম শ্রেণির!

● আতাহার খান

শিক্ষা ও কর্মজীবনে তৃতীয় শ্রেণি নিত্যসঙ্গী ছিল জালাল উদ্দিনের। শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ধাপে-এসএসসি, এইচএসসি এবং বিকম তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন চাকরিতে ঢোকেন তখন তার পদটি ছিল তৃতীয় শ্রেণির। কিন্তু এখন আর তাকে তৃতীয় শ্রেণিতে ফেলার উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্তাব্যক্তিদের আনুকূল্যে এবং যথাযথ নিয়োগবিধির অনুপস্থিতিতে জালাল উদ্দিনের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগধারী জালাল এখন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (বিমক) সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদাধারী প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা!

বিমক সেই প্রতিষ্ঠান, যেটি দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানেই সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) পদে জালাল উদ্দিনের মতো এমন একজন বসে আছেন, যার নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ। শুধু জালাল উদ্দিন নন, অভিযোগ আছে বিমকে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে থাকা ৯৯ জনের অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনপ্রশাসনে শুধু এসএসসি সনদধারী প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার দেখা পাওয়া দুষ্কর। এছাড়া শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগধারীরা উচ্চপর্যায়ের চাকরিতে নিয়োগ পেয়েছেন– এমন দৃষ্টান্ত কমই আছে। বিমক সচিবও জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত কাউকে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে উল্টো চিত্র।

বিমকের নথিপত্র বলছে, প্রতিষ্ঠানটির বেশ কয়েকজন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা শুধুই এসএসসি পাস। প্রতিষ্ঠানটির সহকারী সচিব পদে আছেন মোহাম্মদ শফিউল্লাহ। তৃতীয় শ্রেণির একটি পদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিতে ঢোকা এই কর্মকর্তা শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ পেয়ে এসএসসি পাস করেছিলেন। বিমকের সহকারী পরিচালকের পদে আছেন মোহাম্মদ শরিয়ত উল্লাহ। তৃতীয় শ্রেণির একটি পদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির চাকরিতে ঢোকা এই কর্মকর্তা দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি সনদধারী।

এমএলএসএস হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরি শুরু করেছিলেন দাখিলের সনদধারী আবদুল ওয়ারেছ। তিনি এখন প্রথম শ্রেণির পদ সহকারী সচিব হিসেবে কর্মরত। এসএসসি সনদধারী সৈয়দ এহতেশাম আলীও মঞ্জুরি কমিশনে চাকরি শুরু করেছিলেন এমএলএসএস হিসেবে। তিনিও এখন প্রতিষ্ঠানটিতে সহকারী সচিবের (প্রশাসন) পদ অলঙ্কৃত করে আছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে টাইপিস্ট পদে ঢুকেছিলেন এসএসসি সনদধারী শহিদ উল্লাহ। বর্তমানে তিনি সহকারী পরিচালকের পদ অলঙ্কৃত করে আছেন।

বিমকের আরেক সহকারী পরিচালকের নাম গিয়াস উদ্দিন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস। তৃতীয় শ্রেণির একটি পদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিতে চাকরি শুরু করা এই কর্মকর্তা শিক্ষাজীবনের দুটি পরীক্ষায়ই এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণ হয়েছেন দ্বিতীয় বিভাগে। তারই আরেক সহকর্মীর নাম আমির হোসেন চৌধুরী। প্রতিষ্ঠানটির সহকারী সচিবের পদমর্যাদায় থাকা আমির হোসেনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস। তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস করলেও এইচএসসিতে পেয়েছিলেন তৃতীয় বিভাগ।

১৯৮১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন আনোয়ার হোসেন। চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে তিনি এইচএসসি পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। এই এইচএসসি সনদধারী আনোয়ার হোসেন বিমক কার্যালয়ে চাকরি নেন তৃতীয় শ্রেণির একটি পদে। এখন তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে ভোগ করছেন সহকারী সচিবের পদমর্যাদা। প্রায় সমযোগ্যতাসম্পন্ন এনামুল হকও প্রতিষ্ঠানটিতে তৃতীয় শ্রেণির টেকনিশিয়ান পদে চাকরি শুরু করেছিলেন। এসএসসি এবং এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করা এনামুল হক এখন বিমকের সহকারী সচিব পদে চাকরি করছেন।

বিমকের সহকারী সচিব শাহজাহান মিয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাস। তিনি এসএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ পেলেও এইচএসসিতে পেয়েছেন তৃতীয় বিভাগ। একই কার্যালয়ে সহকারী পরিচালকের পদে আছেন জাকির হোসেন পাটওয়ারী, যিনি শুধুই এইচএসসি পাস। জাকির হোসেন এসএসসি এবং এইচএসসি দুটিতেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তারই সহকর্মী মুন্সী দাউদ হোসেন প্রতিষ্ঠানটিতে একটি তৃতীয় শ্রেণির পদে ঢুকেছিলেন। এইচএসসি সনদধারী দাউদ এখন প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক। তিনি শিক্ষাজীবনে এসএসসি এবং এইচএসসিতে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

মঞ্জুরি কমিশনের সহকারী পরিচালক শফিকুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানটিতে ঢুকেছিলেন তৃতীয় শ্রেণির একটি পদে। শিক্ষাজীবনে এইচএসসি পাস করা এই কর্মকর্তা এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষায়ই তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ।

প্রতিষ্ঠানটিতে সিনিয়র সহকারী পরিচালকের পদে আছেন বিকম সনদধারী আলমগীর তালুকদার। এসএসসি এবং এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ আলমগীর বিকম পাস করেছেন তৃতীয় বিভাগ পেয়ে। বিমকের আরেক সিনিয়র সহকারী পরিচালকের নাম আতোয়ার হোসেন। শিক্ষাজীবনে তিনি বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৯৮৮ সালে। এসএসসি এবং এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া আতোয়ার বিএ পাস করেছেন তৃতীয় বিভাগে।

উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানটিতে উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন ফজলুর রহমান। এসএসসি, এইচএসসি এবং বিএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া এই কর্মকর্তা ১৯৯১ সালে এমএসসি পাস করেছেন তৃতীয় বিভাগ পেয়ে। প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র সহকারী সচিব জালাল আহমেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিকম পাস। এই কর্মকর্তা ১৯৮৬ সালে বিকম পাস করেছেন তৃতীয় বিভাগে।

তৃতীয় শ্রেণির একটি পদের মাধ্যমে মঞ্জুরি কমিশনে ঢুকেছিলেন শাহ আলম। ভাগ্য তার সহায় হয়েছিল বলেই যে প্রতিষ্ঠানে তিনি তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানেই তিনি এখন কর্মরত আছেন উপ-পরিচালকের পদে! শিক্ষাজীবনে তিনিও স্নাতক পাস করেছেন তৃতীয় বিভাগে। এইচএসসিতে পেয়েছিলেন দ্বিতীয় বিভাগ। এই প্রতিষ্ঠানেরই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা শামসুল আলম। বিমক পরিচালকের পদে থাকা শামসুল আলম এমএসসি পাস। কিন্তু শিক্ষাজীবনে এইচএসসি পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন তৃতীয় বিভাগে। প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উচ্চপদে আছেন মোহাম্মদ ইব্রাহীম কবির। পরিচালকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা এমকম সনদধারী ইব্রাহীম শিক্ষাজীবনে এসএসসি এবং বিকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তৃতীয় বিভাগ পেয়ে। শিক্ষাজীবনে দুটি তৃতীয় বিভাগও তার উচ্চপদ প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করেনি। তারই আরেক জুনিয়র সহকর্মীর নাম মোরশেদ আলম খন্দকার। সিনিয়র সহকারী সচিবের পদে থাকা মোরশেদ বিএ পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ

হয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে। এই কর্মকর্তা এইচএসসি পাস করেছেন দ্বিতীয় বিভাগে।

তৃতীয় শ্রেণির পদে মঞ্জুরি কমিশনে চাকরি শুরু করেছিলেন নূর মোহাম্মদ মোল্লা। সাফল্যের অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে তিনি এখন প্রতিষ্ঠানটির উপ-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এই কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা তৃতীয় বিভাগে বিএ পাস। বিমকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীর পদে আছেন শাহ আমিনুল ইসলাম। শিক্ষাজীবনে তিনিও এমএসসি পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ পেয়েছিলেন। এদিক দিয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতায় বেশ এগিয়ে আছেন বিমক সচিব ড. মোহাম্মদ খালেদ। শিক্ষাজীবনে এমএসএস সনদধারী খালেদ এসএসসিতে পেয়েছেন প্রথম বিভাগ। অন্য তিনটি পরীক্ষায় অর্থাৎ এইচএসসি, বিএসএস এবং এমএসএসে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশাপাশি এমফিলও সম্পন্ন করেছেন বিমক সচিব। শিক্ষাজীবনে তৃতীয় বিভাগ পাওয়া কর্মকর্তার যেখানে ছড়াছড়ি, সেখানে সচিবের এই যোগ্যতা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম।

বিমক কার্যালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের নিয়োগ সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী হওয়ার কথা থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটির কর্তাব্যক্তি এবং পূর্ণাঙ্গ কমিশনের ইচ্ছার ওপর। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মকর্তাদের স্বাভাবিক পদোন্নতি বলতে কিছু নেই, বরং প্রত্যেক কর্মকর্তা পদে জনবল নিয়োগ করা হয় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিসহ অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। সূত্রগুলোর দাবি, এজন্যই পদোন্নতিপ্রাপ্তিতে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের নেক নজরের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে কর্তাব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কাউকে উচ্চপদে নিয়ে আসতে চাইলে সুনজরে থাকা ব্যক্তিটির বিভিন্ন যোগ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটির যোগ্যতায় কোনো ঘাটতি থাকলে তাও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শিথিল করা হয়। আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এসএসসি পাস, তৃতীয় বিভাগধারী কিংবা কম যোগ্যতাসম্পন্নরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। প্রতিষ্ঠানটিতে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রার্থীর লবিং থাকলে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার শর্ত ভঙ্গ করেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলেও অভিযোগ আছে।

নিয়োগে সরকারি বিধি লঙ্ঘনেরও বেশকিছু দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই স্থাপন করেছে বিমক। জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক জামাল উদ্দিন বিমকের মাধ্যমে যখন সরকারি চাকরি জীবন শুরু করেন তখন তার বয়স ছিল ৩৮ বছরেরও বেশি। অথচ সরকারি চাকরিতে ঢোকার সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছর। জামালের জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি, ১৯৬৭। তিনি বিমকের চাকরি জীবন শুরু করেন ২০০৬ সালের ৬ আগস্ট।

প্রতিষ্ঠানটিতে আর্থিক দুর্নীতির জন্য কোনো কর্মকর্তা শাস্তি পেলে তার পদোন্নতি আটকে দেয়ার রেওয়াজ আছে। এর আগে আর্থিক কেলেঙ্কারির জন্য শাস্তি পাওয়া কর্মকর্তা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবঞ্চিত হয়েছেন– এমন নজিরও আছে এখানে। অথচ কর্তাব্যক্তিদের আশীর্বাদের কারণে আর্থিক দুর্নীতির জন্য শাস্তির মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও সিনিয়র সহকারী সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল্লাহ। তার এই উচ্চপদ প্রাপ্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের মাঝে আছে অসন্তোষ।

নিয়োগের বিভিন্ন শর্ত শিথিলের ক্ষেত্রে বিমক কর্তাব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে সুলতান মাহমুদ ভূঁইয়াকে অতিরিক্ত পরিচালক পদে নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি। সুলতান মাহমুদ ২০০৫ সালে বিমকের উপ-পরিচালক পদে যোগ দেয়ার আগে আগা খান এডুকেশন সার্ভিসের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট শিক্ষক ছিলেন। অভিযোগ আছে, কয়েক মাস আগে তাকে অতিরিক্ত পরিচালক বানানোর জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। তার নিয়োগের পথ সুগম করতে বিজ্ঞপ্তিতে এমন সব যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় যা তার যোগ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শর্ত শিথিল এবং অগ্রাধিকারকে কাজে লাগিয়ে তিনি পদটিতে অধিষ্ঠিত হন যথারীতি। কিন্তু বিধিবাম! নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে পে-স্কেল অনুযায়ী তিনি নতুন পদের বিপরীতে বেতন পাচ্ছেন না। ফলে অতিরিক্ত পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েও সুলতান মাহমুদকে উপ-পরিচালক পদের বেতন পেতে হচ্ছে বলেই জানিয়েছে বিমক সূত্র।

প্রতিষ্ঠানটির নিয়োগ এবং পদোন্নতি কর্তাব্যক্তিদের খেয়ালখুশিমতো হওয়ার কারণে যারা কর্মকর্তার পদে যোগ্য নন, তারাও রাতারাতি পেয়ে যাচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ পদ। বিমকে দেখা গেছে, এক সময় যিনি প্রতিষ্ঠানটিতে রিসেপশনিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তিনিই হয়েছেন এখন উপ-পরিচালক। ফলে প্রতিষ্ঠানের যোগ্য কর্মকর্তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভ ও হতাশা। বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার ভাষ্য, কাজের বেটি বেগম হয়েছে এমন নজির অন্যত্র না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে এই নজির আছে। এসবের ফলেই দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির মোট ৯৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার ৩৩ জনই এক সময় একই অফিসে কর্মরত ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির পদে। এই ৩৩ জনের কেউ ছিলেন রিসেপশনিস্ট, এমএলএসএস, টাইপিস্ট, এলডিএ কিংবা ইউডিএ। এরা এখন সহকারী সচিব থেকে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত।

তৃতীয় শ্রেণির পদ থেকে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হয়েছেন ৩৩ জন।

নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসঙ্গতি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরতদের অনৈতিক সুবিধা নেয়ার বিষয়টি চোখে পড়ার মতো। বিমক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে। অথচ এই বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করেই প্রতিষ্ঠানটির কম্পিউটার অপারেটর আয়েশা আক্তার বকুল শান্ত-মারিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, এই ডিগ্রি দেখিয়ে বিমক থেকে ইনক্রিমেন্টও নিয়েছেন। এছাড়া কয়েকজন কর্মকর্তা ৬০ ক্রেডিটের এমবিএ সনদ নিয়ে তা ১২০ ক্রেডিটে উন্নীত করে সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। প্রতিষ্ঠানটিতে যথাযথ বিধি-বিধানের অনুপস্থিতি এবং প্রচলিত আইন ভঙ্গের প্রতিযোগিতার কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে যেভাবে পারছেন সেভাবেই কর্তাব্যক্তিদের মন জয় করে সুবিধা আদায় করে নিচ্ছেন।

মঞ্জুরি কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগকে 'ডাহা মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করেছেন প্রতিষ্ঠানটির সচিব ড. মোহাম্মদ খালেদ। 'প্রতিষ্ঠানের সব নিয়োগ নিয়ম মেনেই হয়েছে। যারা এই নিয়োগকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় এবং নিজেদের অনেক যোগ্য মনে করে, তারা ইচ্ছা করলে অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে চলে যেতে পারে', বলেন তিনি। বিমক সচিব বলেছেন, চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয় সরকারি বিধান অনুযায়ী এবং অন্য বিষয়গুলোতে পূর্ণাঙ্গ কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। 'তবে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হতে হলে শিক্ষাজীবনে অন্তত একটি প্রথম বিভাগ থাকতে হয়। শিক্ষাজীবনে কোনো প্রার্থীরই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়'– যোগ করেন তিনি। বিমক সচিব জানিয়েছেন, তারা অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি শর্ত শিথিল করেন। কিন্তু বিমকের এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার এসব কথার সত্যতা পাওয়া যায়নি তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে। সেখানে দেখা গেছে, নিয়োগে পদে পদে নিয়ম ভঙ্গের প্রতিযোগিতা।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোসলেম উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ও কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীরা গণহারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়, তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিবেশ এবং সৌহার্দ্য নষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জনবলকে পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে কোটা এবং বিধি-বিধান থাকা উচিত। দেশের জনপ্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগে নিম্নপদে ঢুকে উচ্চপদে যাওয়ার দৃষ্টান্ত কম। অভ্যন্তরীণ প্রার্থী খুব অভিজ্ঞ হলেই তাকে পদোন্নতি দেয়া যায়, তবে নিম্নপদের কর্মী সর্বোচ্চ কোন পদে যেতে পারবে তার একটা সীমা নির্ধারিত থাকা উচিত– বলেন তিনি। অধ্যাপক আহমেদের ভাষ্য, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনার জন্য সরকারকে পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট পাস করতে হবে। 'আইনটি পাস হলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান বিভিন্ন অনিয়ম অনেকাংশেই দূর হয়ে যাবে', যোগ করেন তিনি। ■